কমিশন কর্তৃক ১৮/১২/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

➢

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খুলনা সদর থানা মামলা নং-২৭, তাং-২৪/০৩/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	শাহীন আরা মমতাজ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ নাজির হোসেন, পিতা-মৃত শরিয়ত উল্যাহ্, গ্রাম-নতুন মূলগ্রাম, থানা-কেশবপুর, জেলা-যশোর, (২) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, সাবেক গুদাম রক্ষক, অগ্রনী ব্যাংক, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা, (৩) শহিদুল আলম, আয়কর উপদেষ্টা, খুলনা, পিতা-মৃত মোকাররক হোসেন, গ্রাম-সাদেকপুর, থানা-শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, বর্তমানে-২৮/১ হাজী মহসিন রোড, খুলনা (৪) লুৎফর রহমান, আয়কর উপদেষ্টা, খুলনা, পিতা-মৃত সাদেক হোসেন, গ্রাম+পোঃ-পাইককান্দি, থানা+ জেলা-গোপালগঞ্জ, বর্তমানে-৭/২ মজিদ স্মরনী, গবরচাকা, মোল্লাবাড়ী, খুলনা ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আয়কর রিফান্ডের নামে ৩,৮৮,০০৮/-টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে দেখা যায়, মেসার্স আব্দুস ছালামের নামে সৃজিত আয়কর নথির ক্ষেত্রে আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে আব্দুস ছালাম মৃধা সাজিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে রিফান্ড একাউন্ট সৃষ্টির লক্ষ্যে নথি খুলে এবং কর মামলা নিস্পত্তি করতঃ আব্দুস ছালাম মৃধার নামে ইস্যু করা রিফান্ডের একাউন্ট পেয়িং চেক গ্রহণ করে নাজির হোসেনের একাউন্টে জমা দিয়ে উত্তোলনপূর্বক মোট ৩,৮৮,০০৮/-টাকা আত্মসাত করেছেন। এতে বিভিন্ন স্থরে এজাহার নামীয় আসামী শেখ মোঃ অলিউল ইসলাম, আয়কর উপদেষ্টা ব্যতিত অন্যরা সংশ্লিষ্ট বলে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

➢

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খুলনা সদর থানা মামলা নং-২৮, তাং-২৪/০৩/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	শাহীন আরা মমতাজ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ নাজির হোসেন, পিতা-মৃত শরিয়ত উল্যাহ্, গ্রাম-নতুন মূলগ্রাম, থানা-কেশবপুর, জেলা-যশোর, (২) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, সাবেক গুদাম রক্ষক, অগ্রনী ব্যাংক, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা, (৩) শেখ মোঃ অলিউল ইসলাম, আয়কর উপদেষ্টা, আয়কর বার এসোসিয়েশন, কর অঞ্চল, খুলনা এবং তদন্তে আগত আসামী (৪) শহিদুল আলম, আয়কর উপদেষ্টা, আয়কর বার এসোসিয়েশন, কর অঞ্চল, খুলনা (৫) লুৎফর রহমান, আয়কর উপদেষ্টা, আয়কর বার এসোসিয়েশন, কর অঞ্চল, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আয়কর রিফান্ডের নামে ২.৮২ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে ৪,২৯,৭৬০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিদায় আসামী (১) জনাব মোঃ নাজির হোসেন, (২) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান , (৪) শহিদুল আলম ও (৫) লুৎফর রহমান এর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল এবং (৩) শেখ মোঃ অলিউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	১,২, ৪ ও ৫ নং আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন এবং (৩) নং আসামীকে অব্যাহতির সুপারিশ।

➢

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	অভয়নগর (যশোর) থানা মামলা নং-১২, তাং-১৭/১১/২০০১ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোর ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) মাওলানা মোঃ আবদুল জলিল, অধ্যক্ষ, কোটা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা, অভয়নগর, যশোর (২) মোঃ ওমর আলী, জুনিয়র শিক্ষক, কোটা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা, অভয়নগর, যশোর
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে ১০(দশ) জন ভূয়া শিক্ষক কর্মচারীকে উক্ত মাদ্রাসায় চাকুরী দেখিয়ে তাদের নামে বেতন ভাতা বাবদ ২,২৪,৮৪১/৮২ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তকালে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় অভিযুক্তদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগ করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ১০ জন ভূয়া শিক্ষক/কর্মচারীকে উক্ত মাদ্রাসায় চাকুরী না করা স্বত্ত্বেও তাদের উক্ত মাদ্রাসায় চাকুরীরত দেখিয়ে তাদের নামে বেতন ভাতা বাবদ ২,২৪,৮৪১/৮২ টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাত করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয় ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মাটিরাঙ্গা (খাগড়াছড়ি) থানা মামলা নং-০৫, তাং-১৭/০৬/২০০২ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমির হোসেন, উপ-সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাঙামাটি ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব আবুল কালাম লিডার, পিতা-মৃত তফসির আহম্মদ, সাং-আলুটিলা বটতলী, ১নং ওয়ার্ড, উপজেলা-মাটিরাঙ্গা, জেলা-খাগড়াছড়ি।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামী আলুটিলা দিবা গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পের চেয়ারম্যান থাকাকালে গুচ্ছ গ্রামের ২৯৯ টি পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত ২৫৪৩৬ মেঃ টন চাউল বিতরন না করে আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে ৬৩৮০৪০ কেজি চাল যার মূল্য ৯৪,১১০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৫
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	সোনাডাঙ্গা (কেএমপি) থানা মামলা নং-১৫, তাং-০৬/০৮/২০০২ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপ-সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) সুলতান আহমেদ, সাবেক অফিস সহকারী, থানা শিক্ষা অফিস, খুলনা সদর, খুলনা (২) এম এ হামিদ মিয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষক, পূর্ব বয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খালিশপুর, খুলনা (৩) মোঃ আব্দুল আলীম, সাবেক থানা শিক্ষা অফিসার, খুলনা সদর, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে বেতন বিল ও অন্যান্য ভাতাদি বাবদ অতিরিক্ত বিল প্রস্তুত করে রূপালী ব্যাংক দৌলতপুর শাখা থেকে ১,৮২,৭৭৯/-টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী (১) সুলতান আহমেদ, সাবেক অফিস সহকারী, থানা শিক্ষা অফিস, খুলনা সদর, খুলনা (২) এম এ হামিদ মিয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষক, পূর্ব বয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খালিশপুর, খুলনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ এবং (৩) মোঃ আব্দুল আলীম, সাবেক থানা শিক্ষা অফিসার, খুলনা সদর, খুলনা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় মামলার দায় থেকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	১ ও ২নং আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন এবং ৩নং আসামীকে অব্যাহতির অনুমোদন।

➢

ক্রমিক নং	:	০৬
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কোতয়ালী (চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-১০, তাং-০৩/০৯/২০০২ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) মোঃ খলিলুর রহমান, পিতা-আবদুল হক ভুইয়া, শেরশাহ কলোনী, বায়েজিদ বোস্তামি, চট্টগ্রাম, (২) সাজ্জাদ হোসেন, পিতা-মীর মোহাম্মদ দুবাই বিল্ডিং, নাজিরপুল, পাঠানটুলী, চট্টগ্রাম, (৩) নাসিম ইকবাল, পিতা-সাখাওয়াত উল্যাহ, ৫৩ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম (৪) মোঃ কাঞ্চন আলী হাওলাদার, নিম্নমান সহকারী কাম ক্যাশিয়ার, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম (৫) মোঃ আবুল কাশেম, এম এল এস এস জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম এর ২৩ বিঘা জমি জাল জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে চট্টগ্রামস্থ হালিশহর হাউজিং এস্টেট এর জি ব্লকের ১নং রোডের ৪৯,৪৬,৪৭নং প্লটের ১০.৯৫ কাঠা সম্পত্তির ভুয়া বরাদ্দ আদেশ তৈরী করে জাল দলিল সৃজনের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।